সমকাল

তারিখ ... 13 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষকদের গৃহনির্মাণ ঋণে ব্যাপক জালিয়াতি

৩৩৫টি আবেদনের মধ্যে ৩১২টিই জাল

■ সাব্বির নেওয়াজ

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ গৃহনির্মাণ ঋণের কোটি কোটি টাকা লুট হয়ে গেছে। গত চার অর্থবছরে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে কমপক্ষে অর্ধশত কোটি টাকা এভাবে তুলে নিয়েছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং কয়েকটি সরকারি কলেজের দুর্নীতিবাজ কর্মচারীরা এর সঙ্গে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

শিক্ষকদের গৃহনির্মাণ ঋণে ব্যাপক জালিয়াতি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, একই জমির দলিল দেখিয়ে প্রায় ১০০ শিক্ষক আবেদন করেছেন। আবার ভুয়া নাম-ঠিকানা, জাল দলিল, শিক্ষাগত যোগ্যতার জাল সনদসহ জালিয়াতিপূর্ণ কাগজ দিয়েও ঋণের টাকা সরকারি তহবিল থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কোথাও আবার এক শিক্ষকের নামে ঋণের টাকা তুলে নিয়েছেন অন্যজন।

চলতি বছরে একই কায়দায় ঋণ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছেন ৩১২ শিক্ষক-কর্মচারী। এর পরই বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি শিক্ষকদের গৃহনির্মাণ ঋণ বিতরণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে এ ঋণ বিতরণের দায়িত্ব মাউশিকে দেওয়া হয়। গত অর্থবছর এবং চলতি অর্থবছরে এ ঋণ মাউশি থেকেই দেওয়া হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ঋণের আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই করতে মাউশির একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির কাছে এ ঋণের অনিয়মগুলো ধরা পড়ে। এর পর তারা তা মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুনের নজরে আনেন। জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক সমকালকে বলেন, 'ভিন্ন ভিন্ন নামে অথচ একই হাতের লেখায় একাধিক আবেদন পাওয়া গেছে। রাজশাহীর একটি সরকারি কলেজের একজন প্রভাষকের নামে পাওয়া আবেদন বাছাই করতে গিয়ে দেখা গেছে, তিনি স্বাক্ষর করতে গিয়ে নিজের নামের বানান ভুল লিখেছেন, যা একজন বিসিএস কর্মকর্তার কখনোই হওয়ার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে ওই শিক্ষক আবেদনই করেননি। তার নামে অন্য কেউ ঋণের টাকা উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।'

যেভাবে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয় : জানা গেছে, সারাদেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রায় আড়াইশ' সরকারি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা এ ঋণ প্রাপ্য হন। চলতি অর্থবছরে এ খাতে সরকারি বরাদ্দ রয়েছে আট কোটি ৮৯ লাখ ২০ হাজার টাকা। মাউশিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গৃহনির্মাণ ঋণের আবেদন জমা পড়ে ৩৩৫টি। এগুলোর মধ্যে বাছাই করতে গিয়ে ৩১২টি আবেদনই জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে করা হয়েছে বলে ধরা পড়ে। এর পর মাউশির মহাপরিচালক ওই সব আবেদন বাতিল করে দেন। ফলে চলতি অর্থবছরে জালিয়াতচক্র এ ঋণের টাকা তুলতে পারেনি। বাকি ২৩টি আবেদনের বিপরীতে অবশ্য গৃহনির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। সমকালের অনুসন্ধানে নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, এ বছর একই কাগজ, একই হাতের লেখায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নামে আবেদন জমা পড়েছে। এসএসসি পরীক্ষার জাল সনদ জমা দিয়েছেন প্রায় ৩০০ শিক্ষক। নিয়ম অনুযায়ী, বয়স ৪৫ বছর পার হলে (যাদের জন্ম ১/৪/১৯৬৭-এর আগে) কোনো শিক্ষক গৃহনির্মাণ ঋণ পাবেন না। তাই বেশিরভাগ আবেদনে কলম দিয়ে হাতে লেখা ত্রুটিপূর্ণ এসএসসি সনদ (যাতে বয়স কমিয়ে লেখা আছে) জমা দেওয়া হয়। আবার আবেদনে নাম ও স্বাক্ষর আছে, তবে মাউশি থেকে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কোনো আবেদনই করেননি। জমা পড়া তিনশ' আবেদনের মধ্যে প্রায় দেড়শ'টিতেই রাজধানীর উত্তর বাড্ডার একটি জমির দলিল দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া স্ট্যাম্পে চুক্তির ফরম অসম্পূর্ণ, সরকারি উকিলের মতামত নেই ও জমির বায়নাপত্রের কোনো সাক্ষী নেই- এমন সব ত্রুটিপূর্ণ আবেদনই বেশি পাওয়া গেছে। আবার গত বছর ঋণ পাওয়া অনেকের নামে এ বছরও আবেদন এসেছে।

অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ আবেদনে চলতি অর্থবছরে ঋণ বরাদ্দ করা না হলেও গত চার অর্থবছরে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা কোনো তথ্য দিতেই রাজি হয়নি। তাই কী পরিমাণ অর্থ জালিয়াতচক্র লুটে নিয়েছে, তা নিশ্চিত জানা যায়নি। তবে সমকালের সঙ্গে আলাপকালে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এ মন্ত্রণালয়ের সাবেক এক অতিরিক্ত সচিব বলেন, কোনোভাবেই তা ৫০ কোটি টাকার কম হবে না। এ বছর ত্রুটিপূর্ণ কাগজ জমা দিয়ে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ৩১২ শিক্ষক-কর্মচারী গৃহনির্মাণ ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে মাউশির তদন্তে ধরা পড়েছে। এমনই একজন শিক্ষক কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী ক্রমিক নম্বর ১১০। ঋণ পাওয়ার জন্য তার আবেদনের অগ্রায়ন কপিতে কোনো স্মারক নম্বর ও তারিখ নেই, আবেদনে সইও করেননি তিনি, এসএসসির সনদ জমা দেননি। এ ছাড়া আবেদনে উল্লিখিত তার চাকরিতে যোগদানের তারিখের সঙ্গে বেতন স্কেলের কোনো সমন্বয় নেই। আবেদনের ক্রমিকে ১৪৭ নম্বরে থাকা আরেকজন শিক্ষক হলেন চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সরকারি কলেজের প্রভাষক (ইতিহাস) মো. আসাদুজ্জামান। তারও যোগদানের তারিখ থেকে বেতন স্কেলের কোনো সঙ্গতি নেই। তার জমা দেওয়া এসএসসি সনদটিও তার নয় বলে বাছাই কমিটি মনে করেছে।

এভাবে জমির ভুয়া দলিল, চুক্তিপত্র, বায়নানামা ও এসএসসি সনদ দিয়ে আবেদনকারীদের মধ্যে আরও রয়েছেন- রাজশাহীর মোহনপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. পলাশ উদ্দিন, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসাম্মৎ রহিমা খাতুন, মো. আলীমুজ্জামান, মো. রাশেদুল ইসলাম, মো. মিন্টু মিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের প্রভাষক গোলাম মোহাম্মদ নূর, ওই কলেজের এমএলএসএস এনামুল হক, দক্ষ বেয়ারার মো. মোতালিব, সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইনছান আলী, প্রভাষক মুহাম্মদ মাহতাবউদ্দিন, নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের ক্যাশিয়ার এসএমএ রাজ্জাক, ইলেকট্রিশিয়ান দিলীপ কুমার রায়, নোয়াখালী কবিরহাট সরকারি কলেজের প্রভাষক মো. মিজানুর রহমান, প্রভাষক নূর ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা ভি জে সরকারি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. কামরুজ্জামান, মো. মোমিনুর রহমান, রবীন্দ্রনাথ সরকার, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. লুৎফর রহমান, রাজশাহী কলেজের প্রভাষক মো. বিউটি খাতুন, মো. আসাদুজ্জামান, এমএলএসএস দাউদ করিম, দারোয়ান মুন্নি বেগম, পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, আশরাফ আলী, পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের প্রভাষক আফসানা নূর, কাজী মো. জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী অধ্যাপক আলী হোসেন হাওলাদার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজের এমএলএসএস আনোয়ার হোসেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারুক আহমেদ, সেলিম হোসেন, জাহিদুর রহমান, ওসমান গনি, একরামুল হক ও মো. হাসান আল মাহমুদ।

কারা জড়িত : মন্ত্রণালয় ও মাউশির একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী নেতা এই অবৈধ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। তাদের পক্ষে বিভিন্ন সরকারি কলেজের কর্মচারীরা 'ক্লায়েন্ট' ধরে এনে দেন। গৃহনির্মাণ ঋণ আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটির প্রধান ও মাউশির এসইএসডিপি এইচআরএম ইউনিটের উপপরিচালক মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন সমকালকে বলেন, ৩৩৫টি আবেদনের ৩১২টিই জালিয়াতিপূর্ণ হওয়ায় তারা হতবাক হয়েছেন। বিষয়টি তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।

নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের একজন কর্মচারী সমকালকে জানান, সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মোহসীনের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছিল। ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি ঋণ অনুমোদন করে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে নিয়ে মোহসীনের মোবাইল ফোনে (০১৭১৮-৮২৩৯২৮) বারবার ফোন দিয়েও তা বন্ধ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, এই মোহসীনই বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানের আবেদনগুলো মাউশিতে জমা দিয়ে তা পাস করানোর জন্য শিক্ষকদের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি করেছেন।

মাউশির পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) প্রফেসর আতাউর রহমান সমকালকে বলেন, 'আবেদনগুলোর সবই যে শিক্ষকদের অজান্তে করা হয়েছে, তা মোটেও সত্য নয়; বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের সম্মতিতে জালিয়াতচক্র আবেদনগুলো পাস করাতে চেয়েছে। ধরা পড়ার পর জালিয়াতির দায় এড়াতেই অনেকে বলেন, তিনি আবেদনের বিষয়ে জানতেন না।' এই পরিচালক বলেন, 'কারও অসম্মতিতে তার নামে সরকারি ঋণ পাস করানো অনেকটাই অসম্ভব।' অবশ্য মাউশির উপপরিচালক (প্রশাসন) শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী সমকালকে বলেন, 'সরকারি ঋণের টাকা চুরি করে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজনে পেনশন ও